BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৪

Lecture Content

☑ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-২ ও

☑ মুক্তিযুদ্ধ-১

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

আগরতলা পরিকল্পনা মামলা (১৯৬৮)

প্রেক্ষাপট : ১৯৬৭ সালে ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপকভাবে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়, তখনই আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা অভিযোগ করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের আগরতলায় ভারতের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। এরই অভিযোগে ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তীতে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের নামে মামলা করে। এটি আগরতলা পরিকল্পনা মামলা নামে পরিচিত।

নামকরণ : তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মামলাটির নামকরণ করেছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।

বিচার প্রক্রিয়া :

➢ ১২ এপ্রিল, ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

➢ ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে ৩৫ জনকে আসামী করে ১২১(ক) ধারা ও ১৩১ ধারায় মামলার শুনানি কার্যক্রম শুরু হয়।

এই বিশেষ ট্রাইবুনালের সদস্য ছিল তিন জন–

- প্রধান বিচারপতি– এস.এ. রহমান (পাঞ্জাব)
- সদস্য– মুকসুলুম হাকিম (খুলনা)
- সদস্য– মজিবর রহমান খান (সিলেট)

❖ তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান।

❖ রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলী ছিলেন মঞ্জুর কাদের।

❖ বঙ্গবন্ধুর কৌশুলী ছিলেন আব্দুস সালাম।

➢ ২৬ জুলাই, ১৯৬৮ ব্রিটেনের রানি কর্তৃক প্রেরিত আইনজীবী টমাস উইলিয়াম বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন।

➢ ৫ আগস্ট, ১৯৬৮ সালে টমাস উইলিয়াম আগরতলা ট্রাইব্যুনাল এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে।

➢ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ছিল মামলার শুনানীর শেষ দিন।

ফলাফল : আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে পূর্ব বাংলার সমস্ত জনগণ। প্রবল গণআন্দোলন তথা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়।

(i) আগরতলার মামলার আসামীগণ

১. শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
২. লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)
৩. স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
৪. প্রাক্তন এল.এস. সুলতান উদ্দিন আহমদ (কাপাসিয়া, ঢাকা)
৫. এল.এস. নুর মোহাম্মদ (ঢাকা)
৬. আহমদ ফজলুর রহমান সি.এস.পি (ঢাকা)
৭. ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ (নোয়াখালী)
৮. প্রাক্তন কর্পোরাল এ.বি সামাদ (বরিশাল)
৯. প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন (বরিশাল)

১০. রুহুল কুদ্দুস সি.এস.পি. (খুলনা)
১১. ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল)
১২. ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিকক চৌধুরী (চট্টগ্রাম)
১৩. বিধান কৃষ্ণ সেন (চট্টগ্রাম)
১৪. সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৫. মুজিবুর রহমান, ইপিআর (কুমিল্লা)
১৬. সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুল রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৭. সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)
১৮. মোহাম্মদ খুরশিদ (ফরিদপুর)
১৯. কে.এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি. (ঢাকা)
২০. রিসালদার এ.কে.এম. শামসুল হক (ঢাকা)
২১. হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল)
২২. এস.সি মাহফুজুল বারী (নোয়াখালী)
২৩. সার্জেন্ট শামসুল হক (নোয়াখালী)
২৪. মেজর শামসুল আলম (ঢাকা)
২৫. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব (ময়মনসিংহ)
২৬. ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া (ফরিদপুর)
২৭. ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা (বরিশাল)
২৮. ক্যাপ্টেন এ.এন. নুরুজ্জামান (ঢাকা)
২৯. সার্জেন্ট আব্দুল জলিল (ঢাকা)
৩০. মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট)
৩১. ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট এম.এস.এস রহমান (যশোর)
৩২. প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম (বরিশাল)
৩৩. মোহাম্মদ আলী রেজা (কুষ্টিয়া)
৩৪. ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ (ময়মনসিংহ)
৩৫. লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ (ময়মনসিংহ)

(ii) আগরতলা মামলার জীবিত আসামীগণ

আগরতলা মামলার জীবিত আসামী ৪ জন :

১. ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল– ৫নং আসামী
২. কর্ণেল (অব.) শামসুল আলম (ঢাকা)– ২৪নং আসামী
৩. সার্জেন্ট (অব.) আব্দুল জলিল (ঢাকা)– ২৯নং আসামী
৪. এবিএম খুরশিদ (ফরিদপুর)– ১৮নং আসামী

কর্ণেল (অব.) শওকত আলী

সাবেক ডেপুটি স্পিকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী

জন্ম : শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ২৭ জানুয়ারি

মৃত্যু : ১৬ নভেম্বর, ২০২০

আগরতলা মামলা : তিনি আগরতলা মামলার ২৬নং আসামী ছিলেন।

তার লিখিত গ্রন্থ : সত্য মামলা আগরতলা, আর্মড কোয়েস্ট ফর ইনডিপেনডেন্ট (ইংরেজিতে) কারা জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কারাগারের ডায়েরী বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম ও আমার কিছু কথা (২০১২) ও গণপরিষদ থেকে নবম সংসদ (২০১৬)।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৬ সালের ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলার আসামীদের মুক্তি ও আইয়ুব মোনায়েম সরকারের শোষণনীতি ও অত্যাচার এর বিরুদ্ধে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ।

(i) গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাপঞ্জি

- ৪ জানুয়ারি– সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করে।
- ৭ ও ৮ জানুয়ারি– গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক (DAC) গঠিত হয়।
- ২০ জানুয়ারি– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম.এ ক্লাসের ছাত্র আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এই জন্য ২০ জানুয়ারি হচ্ছে আসাদ দিবস।
- ২৪ জানুয়ারি– নবকুমার ইনস্টিটিউটর নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউরসহ গণঅভ্যুত্থানে সারা দেশে আরও অনেকে নিহত হয়। এই জন্য ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি– আগরতলা মামলার ১৭নং আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করে।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রক্টর শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী। তার স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভাস্কর্য রয়েছে 'স্ফুলিঙ্গ' ও একটি আবাসিক হল রয়েছে।
- ২২ ফেব্রুয়ারি– আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেয়।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ জনতার সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করেন।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি– বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন।
- ২৫ মার্চ– ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেনাবাহিনীর প্রধান আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান এর নিকট।

(ii) গণঅভ্যুত্থানের সংগঠন

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ Student Action Committee (SAC) পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ মিলে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (SAC) গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ও সাথে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic Action Committee) : ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) গঠন করে।

(ii) ১১ দফা কর্মসূচি

১. হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল করা ও ছাত্রদের মাসিক ফি কমিয়ে আনা।
২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
৩. ছয়-দফাভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে ফেডারেশন সরকার গঠন করা।

৫. ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।
৬. কৃষকদের উপর থেকে কর ও খাজনা হ্রাস এবং পাটের সর্বনিম্নমূল্য ৪০ টাকা ধার্য করা।
৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ও আন্দোলনের অধিকার দান।
৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. জরুরি আইন, নিরাপত্তা ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।
১০. সিয়াটো, সেন্টোসহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।
১১. আগরতলা মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের সকল কারাগারে আটক ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেওয়া।

(iv) গণঅভ্যুত্থানের সময়ের কিছু স্লোগান :

১. জেলের তালা ভাঙবো
শেখ মুজিবকে আনবো।
২. তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা।
৩. চলো চলো ক্যান্টনমেন্ট চলো.....
৪. পিণ্ডি না ঢাকা
ঢাকা ঢাকা।
৫. জাগো জাগো
বাঙালি জাগো।

তথ্য কণিকা

- আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন- ইতিহাস বিভাগের।
- শহীদ আসাদের বাড়ি- নরসিংদী জেলার হাতিরদিয়ায়।
- শহীদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি।
- আসাদ শহীদ হন- ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।
- শহীদ শামসুজ্জোহা ছিলেন- অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ (রাবি)।
- 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গণঅভ্যুত্থানে কর্মসূচি ঘোষণা করে- এগার দফা।
- ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই। রচয়িতা– আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ বাংলাদেশ' করেন- ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে।
- 'আসাদ গেট' যে স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।
- এগার দফা ঘোষণা হয়- ১৯৬৯ সালে।
- ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন- মতিউর রহমান।
- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৯৭০ এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণের বিরুদ্ধে সচিত্র প্রতিবাদ ফুটে উঠে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আক্রমণ। এই নির্বাচন ছিল ছয়-দফার পক্ষে গণ রায়।

Legal Framework Order (LFO) : ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয় Legal Framework Order অনুসারে। ৩০ শে মার্চ ইয়াহিয়া খান (LFO) জারি করেন। এতে মোট ৪৮টি অনুচ্ছেদ ছিল।

LFO এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

- সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা
- ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে
- পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র হবে ইসলামী শাসনতন্ত্র

LFO অনুযায়ী আইনসভা ছিল দুই কক্ষবিশিষ্ট

জাতীয় পরিষদ :

- মোট আসন ৩১৩ [নির্বাচিত ৩০০ + সংরক্ষিত ১৩]
- পূর্ব পাকিস্তানের : ১৬২ + ৭ = ১৬৯
- পশ্চিম পাকিস্তানের : ১৩৮ + ৬ = ১৪৪

প্রাদেশিক পরিষদ :

- পূর্ব পাকিস্তান (৩০০ + ১০) = ৩১০
- পশ্চিম পাকিস্তান (৩০০ + ১০) = ৩১০

নির্বাচনের সময় :

➢ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ছিল ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর কিন্তু ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস (গোর্কি) এর কারণে ৯টি আসনে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে।

➢ অন্যদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

নির্বাচনের ফলাফল : মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। মোট প্রার্থী ছিল ৭৮১ জন।

❖ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। অন্য দুটি আসন পায় PDP প্রার্থী নুরুল আমিন (ময়মনসিংহ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১টি আসন পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ কোন আসন পায় না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে Pakistan People Party (PPP) ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন পায়।

❖ প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮ (২৮৮ + ১০)টি আসনে জয়লাভ করেছিল।

নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জয় লাভ করেও পশ্চিমা পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও ইয়াহিয়া-ভুট্টোর টাল বাহানায় সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার গঠনের পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ঐ দিনই (১মার্চ) দেশব্যাপী অসহযোগের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান

সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'অসহযোগ আন্দোলন' পরিচালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই একাত্তরের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ঐ দিনই (২ মার্চ '৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় এক ছাত্রসভায় আ.স.ম আবদুর রব বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা ছিল সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত এবং লাল বৃত্তের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র। মানচিত্র খচিত এই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। এজন্য ২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

পতাকার উভয় পার্শ্বে মানচিত্রটি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার অসুবিধার কারণে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হতে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়। বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকার বিবরণ সবুজ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের ৫ ভাগের এক ভাগ। লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

মার্চ মাসের ঘটনাবলি

১ মার্চ : ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে। এইটাকে গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে জনগণকে আহ্বান জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৩ মার্চ, ১৯৭১ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন।

২ মার্চ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধান্তে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের আহ্বান জানান।

৩ মার্চ : সারাদেশে হরতাল পালিত হয় এবং পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করা হয়।

- আ.স.ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ছাত্রলীগের তৎকালীন জি.এম. শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন।

৪ মার্চ : সেনাবাহিনীর সাথে জনসাধারণের সংঘর্ষে শতাধিক লোক আহত হয় এবং সারা পূর্ব বাংলায় কারফিউ জারি করে।

৫ মার্চ : ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর আলোচনা চলে। অন্যদিকে ঢাকা ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়।

৬ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ঘোষণা করেন এবং ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আহ্বান করেন।

৭ মার্চ : রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ মানুষের সামনে ১৯ মিনিটের এক অলিখিত ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

৯ মার্চ : পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান যেন আলাদা সংবিধান তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এখন স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেরাই শাসনতন্ত্র তৈরি করবে।

এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ১৪ দফা আন্দোলনের ডাক দেন।

১৫ মার্চ : ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং আলোচনার ভান করতে থাকে এবং এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে।

১৬ মার্চ : ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ : মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক দ্বিতীয় দফায় চলে। বঙ্গবন্ধু তার ৫০তম জন্মবার্ষিক বাঙালির উপর পশ্চিম পাকিস্তানের জুলুমের প্রতিবাদে পালন করেনি।

অন্যদিকে অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছালে শ্রমিকরা অস্বীকার করে।

লে. জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী "অপারেশন সার্চলাইট' এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে।

১৯ মার্চ : পূর্ব পাকিস্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়।

- গাজীপুরের জয়দেবপুরে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়।

২০ মার্চ : ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ : জুলফিকার আলী ভুট্টো ১১ সদস্যবিশিষ্ট দল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়।

২২ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু, ভুট্টোর সাথে আলোচনা হয়। ধারাবাহিক বৈঠকে কাঙ্ক্ষিত ফল না হওয়ায় ইয়াহিয়া খান আবারও ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

২৩ মার্চ : আওয়ামী লীগ ২৩ শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে। শুধু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নমেন্ট হাউস ছাড়া সারা দেশে পতাকা উত্তোলন করা হয়।

- সেদিন ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে আমার বাংলা গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়।

২৫ মার্চ : ২৫ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের হামলার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম রাতে নিরস্ত্র বাঙালির রক্তে উপর দাঁড়িয়ে পাকবাহিনী মৃত্যুর মিছিলকে শত থেকে হাজার আর হাজার থেকে লাখে রূপান্তর করার পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠে।

২৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধু ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মিনিট অর্থাৎ ২৬ মার্চ টিএন্ডটি ও ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) এর ওয়ারলেস এর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি আর্মির কর্ণেল জহির আলম খান ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে রাত ১.৩০ মিনিটে গ্রেফতার করা হয়। এই অপারেশন এর নাম দেয় অপারেশন 'বিগ বার্ড'।

- ওয়ারলেসের মাধ্যমে পাঠানো ঘোষণাটি ২৬ শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে প্রচার করেন।

তথ্য কণিকা

- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল- ২মার্চ।
- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়েছিল- ২৫ মার্চ।
- অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ থেকে সংগঠনগুলো যে পরিষদ গঠন করেছিল- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।
- ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন- ১ মার্চ, ১৯৭১।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রথমবারের মত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২ মার্চ।
- ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি সঙ্গীতটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১।
- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালন করে ২৩ মার্চ।
- স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়- অসহযোগ আন্দোলন।
- "লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না" উক্তিটি করেছিল- জেনারেল ইয়াহিয়া খান।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা করা হয়- ৩ মার্চ।

স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. আগরতলা মামলার বিষয়ে জানা যায়–
ক) ২৩ মার্চ, ১৯৬৮ খ) ১৯ জুন, ১৯৬৮
গ) ২৩ জুন ১৯৬৮ ঘ) ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ **ঘ**

২. 'সত্য মামলা আগরতলা' বইটির লেখক–
ক) শওকত ওসমান খ) শওকত আলী
গ) শামসুল আলম ঘ) সার্জেন্ট জহুরুল **খ**

৩. প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী–
ক) জহির রায়হান খ) ড. শামসুজ্জোহা
গ) মুনীর চৌধুরী ঘ) শহীদুল্লাহ্ কায়সার **খ**

৪. গণ-অভ্যুত্থান দিবস কবে?
ক) ২০ জানুয়ারি খ) ২২ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৪ জানুয়ারি **ঘ**

৫. স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে?
ক) ৩ মার্চ, ১৯৭১
খ) ৭ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২ মার্চ, ১৯৭১
ঘ) ১ মার্চ, ১৯৭১ **গ**

৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। দাবি চারটি হল:

ক) সামরিক শাসন প্রত্যাহার
খ) গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
গ) সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত
ঘ. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এ ভাষণ রেডিও টিভিতে সম্প্রচার হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এ ভাষণ স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

তথ্য কণিকা

- বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ যেখানে দিয়েছিলেন তার বর্তমান নাম- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- ৭ মার্চ ভাষণ প্রদানকালে যে আন্দোলন চলছিল- অসহযোগ আন্দোলন।
- ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল- ৪টি।
- অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল- ৭মার্চ ভাষণের পর।
- 'এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উক্তিটি যে ভাষণের অংশ- ৭ মার্চ ভাষণের।
- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এ ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয়েছিল- বিকাল ৩ ঘটিকায়।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :

- **বিখ্যাত বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণ :** বিশ্ব বিখ্যাত লেখক ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ডের বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা বিখ্যাত বই "We shall Fight on the Beaches : The speeches that

Inspired the history" বইয়ে ৪১টি ভাষণের মধ্যে ২৫২ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে।

- **বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি :** ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে সংস্থাটির আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি ১৩০টি ঐতিহাসিক দলিল, নথিপত্র ও বক্তৃতা যাচাই-বাছাই করে UNESCO এর মহাপরিচালক 'ইরিনা বোকোভা' ৩০ অক্টোবর, ২০১৭; ৭৮টি বিষয়কে 'Memory of the World Register' এর অন্তর্ভূক্তর সুপারিশ করে। এরই মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণ অন্যতম "বিশ্ব 'প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং 'Memory of the World Register' এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্বীকৃতি পেতে UNESCO-কে প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য সরবরাহ করেন ফ্রান্সের প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ শহিদুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

১৯ মার্চ, ১৯৭১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গাজীপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র গতিরোধ গড়ে তোলা হয়। পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ ১৯৭১ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসা হতে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিন দিনের বেলা যে কোন জরুরি ঘোষণা প্রচারের উপলক্ষ্যে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হবার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসি'র প্রভাতী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসাবে ধরে নিয়ে ১৯৮০ সালে ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ দুপুরে তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ, ১৯৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পুনঃপাঠ করেন।

তথ্য কণিকা

- স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরু- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে।
- আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয়- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযোজন হয়- পঞ্চদশ সংশোধনীতে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- ২৬ মার্চ অপরাহ্নে লিফলেটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল হান্নান।
- ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র :

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে দেশের সকল রেডিও স্টেশন পাকিস্তানী সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণে নেয়। ২৬ শে মার্চ দুপুর চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র হতে এম.এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এ সময় বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতার কর্মী ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন করার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং নতুন নাম দেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।"

- ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন 'কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ' হতে।
- ২৮ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের অনুরোধে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বিপ্লবী কথাটা বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।
- ৩০ শে মার্চ প্রায় ২টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বেতার কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- প্রতিষ্ঠাতা ১০ জন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।
- মুজিবনগর সরকার নিকট হতে বেতার কর্মীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী ৫০ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার প্রদান করে।
- ২৫ মে, ১৯৭১ কলকাতার বালিগঞ্জে ৫৭/৮ নং সার্কুলার রোডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি পুনরায় স্থাপন করে সম্প্রচার শুরু করা হয়।
- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর এর নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ বেতার'।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বেলাল আহমেদ (তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতারের সম্প্রচারক) এছাড়াও আরও ৯ জন ছিলেন যাদের সহায়তা এই বেতার কেন্দ্র চালু হয়।
- আবুল কাশেম সন্দ্বীপ– চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি কলেজের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল।
- সৈয়দ আব্দুস সাকের– চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন বেতার প্রকৌশলী।
- আব্দুল্লাহ আল ফারুক– তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কলা-কৌশলীগণ

অনুষ্ঠান বিভাগ

- শামসুল হুদা চৌধুরী– সিনিয়র অনুষ্ঠান সংগঠক
- বেলাল আহমেদ– অনুষ্ঠান সংগঠক
- আশরাফুল আলম– অনুষ্ঠান প্রযোজক
- আলী যাকের– ইংরেজি অনুষ্ঠান প্রযোজক
- সমর দাস– সংগীত পরিচালক

প্রকৌশল বিভাগ

- সৈয়দ আব্দুস শাকের– রেডিও প্রকৌশলী
- প্রণব দে– কারিগরি পরিচালক
- রাশেদুল হোসেন– কারিগরি সহকারী

বার্তা বিভাগ

- আবুল কাশেম সন্দ্বীপ– উপসম্পাদক
- কামালা লোহানী– ইনচার্জ নিউজ
- বেগম পারভীন হোসেন– সংবাদ পাঠক

গীতিকার

- সিকান্দার আবু জাফর
- আব্দুল গাফফার চৌধুরী
- নির্মেলেন্দু গুণ
- টিএইচ শিকদার
- আল মাহমুদ
- আসাদ চৌধুরী

শিল্পী

- সমর দাস
- আব্দুল জব্বার
- আপেল মাহমুদ
- রথীন্দ্রনাথ রায়
- অরুণ গোস্বামী
- মান্না হক
- লাকী আখন্দ
- ফকির আলমগীর
- রফিকুল ইসলাম
- মিতালী মুখার্জী
- কল্যানী ঘোষ
- তিমির নন্দী

নিয়মিত সম্প্রচারসমূহ

- পবিত্র কুরআনের বাণী
- চরমপত্র
- মুক্তিযুদ্ধের গান
- যুদ্ধক্ষেত্রের খবরাখবর
- রণাঙ্গনের সাফল্য কাহিনী
- সংবাদ বুলেটিন
- বজ্রকণ্ঠ
- নাটক
- সাহিত্য আসর

জনপ্রিয় কিছু অনুষ্ঠান ও তার কলা-কুশলীবৃন্দ :

অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়বস্তু	কথক ও পরিকল্পনাকারী
চরমপত্র	রম্য কথিকা – (ঢাকাইয়া ভাষায়)	পরিকল্পনা : আব্দুল মান্নান কথক : এম.আর আখতার মুকুল
ইসলামের দৃষ্টিতে	ধর্মীয় কথিকা	কথক : সৈয়দ আলী আহসান
জল্লাদের দরবার	জীবন্তিকা (নাটিকা) ইয়াহিয়া খানকে কেল্লাফতে খান হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হতো	লেখক : কল্যাণচিত্র কণ্ঠ : রাজু আহমেদ ও নারায়ণ ঘোষ
বজ্রকণ্ঠ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশ বিশেষ	
দৃষ্টিপাত	কথিকা	কথক : ড. মাজহারুল ইসলাম
বিশ্ব জনমত	সংবাদভিত্তিক কথিকা	কথক : সাদেকিন
প্রতিনিধি কণ্ঠ	অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের ভাষণ	
পিঞ্জির প্রলাপ	রম্য কথিকা	কথক : আবু তোয়াব খান
দর্পণ	কথিকা	কথক : আশরাফুল আলম

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় কিছু গান :

গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
শোন একটি মুজিবর থেকে	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	-	স্বপ্না রায়
জয় বাংলা, বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	শাহানাজ বেগম (রহমতুল্লা)
কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	কোরাস
সোনা সোনা লোকে বলে সোনা	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ	শাহানাজ বেগম
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কোরাস
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	কোরাস
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	কোরাস
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা		মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার
নোঙর তোল তোল	নঈম গহর	সমর দাস	কোরাস
জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান	কোরাস

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনানো হতো সে অনুষ্ঠানের নাম কী?

উত্তর : বজ্রকণ্ঠ।

(vi) মুজিবনগর সরকার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার)

মুজিবনগর সরকার ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এবং এই সরকার ছিল বৈধ। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতার শুরু থেকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালায়। বৈধ সরকার হিসেবে মুজিবনগর সরকার তাই আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এবং সংস্থার সাহায্য ও স্বীকৃতি লাভ, সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বেগমান করতেই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

অন্য নাম : অস্থায়ী/প্রবাসী সরকার।

গঠন : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

স্থান : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা

শাসন পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত

সদস্য : ৬ জন

মন্ত্রণালয় : ১২ টি

মন্ত্রী : ৪ জন

শপথ গ্রহণ : ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

শপথের স্থান : মেহেরপুরে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামের আম বাগানে।

সচিবালয় : ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

দপ্তর বণ্টন : ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়।

প্রবাসী সরকার দেশে আসে– ২২ ডিসেম্বর

মুজিবনগর সরকারের সদস্যগণ :

মুজিবনগর সরকারের মোট সদস্য ছিলেন ৬ জন।

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি [রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত না থাকায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত]
৩.	তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য, সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, শ্রম সমাজ কল্যাণ, এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দায়িত্ব
৪.	খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী	মন্ত্রী, অর্থ, শিল্প ও পরিবহন, বাণিজ্য ও জাতীয় রাজস্ব মন্ত্রণালয়
৬.	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

❖ কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানী– সেনাবাহিনীর প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)

❖ কর্ণেল (অব) এ. রব– সেনাবাহিনীর উপপ্রধান

মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় : ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।

মুজিবনগর সরকারের সচিবগণ :

১. জনাব তৌফিক ইমাম– কেবিনেট সচিব
২. জনাব মাহবুবুল আলম চাষী– পররাষ্ট্র সচিব
৩. জনাব আব্দুল খালেক– স্বরাষ্ট্র সচিব
৪. জনাব রুহুল কুদ্দুস– মূখ্য সচিব
৫. জনাব নুরুল কাদের খান– সংস্থাপন সচিব
৬. জনাব তৌফিক এলাহী চৌধুরী– উপসচিব
৭. জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান– অর্থসচিব
৮. জনাব এম.এ সামাদ– প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব
৯. জনাব নুরুদ্দিন আহমেদ– কৃষি মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থা :

১. পরিকল্পনা কমিশন
২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড
৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির
৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি
৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড

উপরাষ্ট্রপতির দপ্তর :

- উপদেষ্টাবৃন্দ : মোহাম্মদ উল্লাহ (এমএনএ), সৈয়দ আব্দুস সুলতান (এমএনএ), কোরবান আলী (এমএনএ)
- একান্ত সচিব : কাজী লুৎফুল হক
- সহকারী সচিব : আজিজুর রহমান
- প্রধান নিরাপত্তা অফিসার : সৈয়দ এম করিম

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর :

- উপদেষ্টা : ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (এমএনএ)
- এডিসি : মেজর নুরুল ইসলাম
- একান্ত সচিব : ডাঃ ফারুক আজিজ
- তথ্য অফিসার : আলী তারেক

মন্ত্রণালয়সমূহের বিবরণী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ
সচিব	আব্দুস সামাদ
উপসচিব	আকবর আলী খান
প্রধান সেনাপতি	কর্ণেল (অব) এম.এ.জে ওসমানী
চীফ অফ স্টাফ	কর্ণেল (অব) এম.এ
বিমান বাহিনী প্রধান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

কার্যক্রম : মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও বিভিন্ন বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান ও পরিচালনা করা।

পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়

অবস্থান : বাংলাদেশ মিশন

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	খন্দকার মোস্তাক আহমেদ
সচিব	মাহবুবুল আলম চাষী
ওএসডি	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ

কার্যক্রম : বিদেশে মিশন স্থাপন ও প্রতিনিধি প্রেরণ এবং বিদেশি রাষ্ট্র ও সংস্থার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা।

অর্থ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	এম মনসুর আলী
সচিব	খন্দকার আসাদুজ্জামান
সহকারী সচিব (শিল্প ও বাণিজ্য)	মোঃ ইদ্রিস আলী

কার্যক্রম : দেশের অভ্যন্তর ও বিভিন্ন সংস্থা প্রাপ্ত অর্থের হিসাব রক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা।

স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান
সচিব (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	এম.এ খালেক
সচিব (ত্রাণ ও পুনর্বাসন)	মো. শামসুল হক (এমএনএ)

কার্যক্রম : মুক্তাঞ্চল, শরণার্থী ক্যাম্প ও ট্রেনিং ক্যাম্পে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ ছিল এবং ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের কাজ।

প্রেস, তথ্য বেতার, ফিল্ম, আর্ট এন্ড ডিজাইন

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
এমএনএ ইনচার্জ	জনাব আব্দুল মান্নান (এমএনএ)
সচিব (প্রথম)	আব্দুস সামাদ
সচিব (দ্বিতীয়)	আনোয়ারুল হক
ডাইরেক্টর-ফিল্ম	আব্দুর জব্বার খান
ডাইরেক্টর প্রেস এন্ড পাবলিসিটি	এমআর আখতার মুকুল

কার্যক্রম : মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা ও দেশের ভেতরে ও বাইরে বসবাসরত বাঙালিদের মনোবল উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান
সচিব	জনাব নুরউদ্দিন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
চেয়ারম্যান	ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী
সদস্য	স্বদেশ বসু ড. মোশারফ হোসেন ড. খান সারওয়ার মোর্শেদ

কার্যক্রম : আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলের ইশতেহার এর ভিত্তিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে দেশকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও পরামর্শ প্রদান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ
উপদেষ্টা	কামরুজ্জামান (এমএনএ)
শিক্ষা অফিসার	আহমেদ হোসেন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিশনসমূহ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

মিশন	পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
কলকাতা	বাংলাদেশ হাইকমিশন	এম হোসেন আলী
নয়াদিল্লী	কাউন্সিলর	হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী
নিউইয়র্ক	উপ কন্সাল	এ.এইচ মাহমুদ আলী
ওয়াশিংটন	অর্থনৈতিক কাউন্সিলর	আবুল মাল আব্দুল মুহিত
যুক্তরাজ্য	সচিব	মহিউদ্দিন আহমেদ

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ

শপথ অনুষ্ঠিত হয় : ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১; সকাল ১১টায়।

শপথের স্থান : কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ভবেরপাড়া এক আম বাগানে।

অনুষ্ঠান শুরু : কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

- শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করা হয় (১০ এপ্রিল প্রথম প্রচার করা হয়) এরপর সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনই বক্তব্য পেশ করেন।

সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, খন্দকার মোস্তাক, ক্যাপ্টেন মনসুর আহমেদ, কামারুজ্জামান, এম.এ.জি ওসমানী

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন : আব্দুল মান্নান

শপথ পাঠ করান : অধ্যাপক ইউসুফ আলী (স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী)

জাতীয় সংগীত পাঠ করেন : শাহাবুদ্দিন আহমেদ সেন্টু

- শপথ শেষে ঝিনাইদহের Sub Division Officer মাহবুব উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রথম ১২ জন গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এবং পরবর্তীতে ৮ নং সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ৩৪ জন আনসার দ্বিতীয় বার গার্ড অব অনার প্রদান করেন।
- শপথ অনুষ্ঠানে নারীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিরা ওসমান চৌধুরী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার বক্তব্যের শেষে বলেন "বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির দাবিদার হতে পারে না। কেননা আর কোন জাতি আমাদের চাইতে কঠোরতম সংগ্রাম করেনি। অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয় বাংলা।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আজ না জিতি, কাল জিতব, কাল না জিতি পরশু জিতবই।" তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, "জয় আমাদের কব্জায়।"

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

অবস্থান : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর; যেখানে মুজিনগরের সরকার গঠিত হয়েছিল।

নির্মাণ : (১৯৮৬-১৯৮৭)– ১৯৮৭ সালে ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ.এইচ.এম এরশাদ উদ্বোধন করেন।

স্থপতি : তানভির কবির।

আয়তন : ২০.১০ একর জমির উপর স্থাপিত।

স্থাপত্য তাৎপর্য

লাল মঞ্চ :১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার যে স্থানে শপথ নেয় সেখানে ২৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রশস্ত সিরামিক এর ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ।

২৩টি স্মৃতিস্তম্ভ : স্মৃতিস্তম্ভটি ২৩টি ত্রিভুজাকৃতি দেওয়ালের সমন্বয়ে গঠিত যা বৃত্তকার উপায়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। ২৩টি দেওয়াল (১৯৪৭-১৯৭১) এই ২৩ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দেওয়ালটির উচ্চতা ৯ ফিট ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। পরবর্তী প্রত্যেকটি দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১ ফুট ও উচ্চতা ৯ ইঞ্চি করে বাড়ানো হয়েছে যা দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯ মাস বুঝানো হয়েছে। শেষ দেওয়ালের উচ্চতা ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট। প্রতিটি দেওয়ালে অসংখ্য ছিদ্র আছে যা দ্বারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা ২৩ বছরের অত্যাচারের চিহ্ন বোঝানো হয়েছে।

এক লক্ষ বুদ্ধিজীবীর খুলি : স্মৃতিসৌধটি ভূমি থেকে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু বেদিতে অসংখ্য গোলাকার ছিদ্র দ্বারা ১ লক্ষ বুদ্ধিজীবীর খুলিকে বোঝানো হয়েছে।

ত্রিশ লক্ষ শহিদ : স্মৃতিসৌধটির ভূমি থেকে ৩ ফুট উচ্চতার বেদিতে অসংখ্য পাথর দ্বারা ৩০ লক্ষ শহিদ ও মা-বোনের সম্মানের প্রতি ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ও স্মৃতিচারণা প্রকাশ পেয়েছে। পাথরগুলোর মাঝখানে ১৯টি রেখা দ্বারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯টি জেলাকে বুঝানো হয়েছে।

বঙ্গোপসাগর : স্মৃতিসৌধের উত্তর পাশে আম বাগান ঘেষে মোজাইক করা স্থানটি দ্বারা বঙ্গোপসাগরকে বোঝানো হয়েছে।

রক্তের সাগর : স্মৃতিসৌধের পশ্চিম পাশে প্রথম দেওয়ালের পাশ দিয়ে রক্তের প্রবাহ তৈরি করা হয়েছে যাকে রক্তের সাগর বলে।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতীক : স্মৃতিসৌধের মূল ফটকের রাস্তাটি মূল স্মৃতিসৌধের রক্তের সাগর নামক ঢালকে স্পর্শ করেছে। এই রাস্তাটি ভাষা আন্দোলনের প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাড়ে সাত কোটি ঐক্যবদ্ধ জনতা : লাল মঞ্চ থেকে যে ২৩ দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে তার ফাঁকে অসংখ্য নুড়ি-পাথর মোজাইক করে লাগানো যা দিয়ে ১৯৭১ সালের সাড়ে সাত কোটি ঐক্যবদ্ধ জনতাকে প্রতীক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্ন : মুজিবনগর সরকারের বৈধতা কী?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা' হলো মুজিবনগর সরকারের বৈধতা।

প্রশ্ন : মুজিবনগর সরকার কেন গঠন করা হয়।

উত্তর : বাংলার শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির বাসনাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক সমর্থনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের উদ্দেশ্য।

মুজিবনগর সরকার গঠনের কারণ–

১. গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করা।
২. ভারতের সমর্থন লাভ।
৩. বৈশ্বিক বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সমর্থন লাভ।
৪. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে।
৫. কুটনীতিক তৎপরতা বাড়াতে।

প্রশ্ন : মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কোথায় স্থাপন করা হয়।

উত্তর : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করে কোন হাইকমিশনার প্রধান এবং কখন?

উত্তর : এম হাশেম আলী এবং ৮ এপ্রিল ১৯৭১।

প্রশ্ন : মুক্তি সংগ্রামে/স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা।

উত্তর : স্বাধীনতা সংগ্রাম এর সময় মুজিবনগর তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ছিল জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। যা দেশের এই

নির্মম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ও বৈশ্বিক সমর্থনের জন্য তৎপর ছিল।

মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা–

১. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।
২. মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভাগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. বৈশ্বিক সমর্থন আদায়ে তৎপরতা
৪. শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৫. গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করা।
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির প্রচেষ্টা।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাটি কোন ভাষায় দিয়েছিলেন?
ক) ইংরেজি ভাষায় খ) হিন্দি ভাষায়
গ) বাংলা ভাষায় ঘ) উর্দু ভাষায় **ক**

২. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ১৬ ডিসেম্বর
গ) ২৬ মার্চ ঘ) ৭ মার্চ **গ**

৩. স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম গঠন করা হয়–
ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ **খ**

৪. মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন না–
ক) তাজউদ্দীন আহমেদ
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) কমরেড মনি সিংহ
ঘ) মাওলানা ভাসানী **খ**

৫. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরমপত্র পাঠ করতেন–
ক) এম আর আখতার মুকুল
খ) আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
গ) তোফায়েল আহমেদ
ঘ) মেজর এম.এ মঞ্জুর **ক**

Teacher's Work

১. UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক) ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯ খ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯
গ) ১৯ নভেম্বর ২০০১ ঘ) ২০ নভেম্বর ২০০১

২. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? [৪৪তম বিসিএস]
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত
গ) গৌড় ঘ) হরিকেল

৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [৪৪তম বিসিএস]
ক) সমতট খ) পুণ্ড্র
গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল

৪. মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক) তাজউদ্দিন আহমদ খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এম. এনসুর আলী ঘ) এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান

৫. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ কোন সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক) ৬ নম্বর খ) ৭ নম্বর
গ) ৮ নম্বর ঘ) ৯ নম্বর

৬. বাংলাদেশ কত সালে OIC-এর সদস্য পদ লাভ করে? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক) ১৯৭৩ খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৭৫ ঘ) ১৯৭৬

৭. মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতার ৮, থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' কখন গঠন করা হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) এপ্রিল ১০, ১৯৭১ খ) এপ্রিল ১১, ১৯৭১
গ) এপ্রিল ১২, ১৯৭১ ঘ) এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

৮. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট আসামী সংখ্যা ছিল কতজন? [৪০তম বিসিএস/ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৮-১৯]
ক) ৩৪ জন খ) ৩৫ জন
গ) ৩৬ জন ঘ) ৩২ জন

৯. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কবে? [৩৯তম বিসিএস/ ৩৪তম বিসিএস]
ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১০. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল সেটি হলো: *(৩৬ তম বিসিএস)*
ক) ইসলামাবাদের সামরিক সরকার পদত্যাগের আন্দোলন
খ) পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
গ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহহিয়ার পদত্যাগ আন্দোলন
ঘ) মার্শাল 'ল' পদত্যাগের আন্দোলন

১১. ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারি করেন- *(৩৬ তম বিসিএস)*
ক) বেতার/রেডিওর মাধ্যমে খ) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
গ) টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে

১২. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
ক) ১৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ) ৭ মার্চ

১৩. মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? *(৩৩তম, ২০তম বিসিএস)*
ক) যশোর খ) কুষ্টিয়া
গ) মেহেরপুর ঘ) চুয়াডাঙ্গা

১৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক ব্যক্তি এক দম্ভোক্তি করে, যা ছিল নিম্নরূপ : 'লোকটি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তাঁরা শাস্তি এড়াতে পারবে না'–এ দম্ভোক্তিকারী ব্যক্তিটি কে? [২০তম বিসিএস]
ক) জেনারেল নিয়াজী খ) জেনারেল টিক্কা খান
গ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘ) জেনারেল হামিদ খান

১৫. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল– [১০তম বিসিএস]
ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

১৬. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৫]
ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

১৭. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? [২৯তম বিসিএস]
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ) তাজউদ্দীন আহমেদ
ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

১৮. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের *(২৩তম বিসিএস)*
ক) ২ মার্চ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সভায়)
খ) ২৩ মার্চ
গ) ১০ মার্চ (শাহবাগ)
ঘ) ২৫ মার্চ (রেসকোর্স ময়দান)

১৯. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর নাম কী?
ক) ঢাকা খ) মেহেরপুর গ) চট্টগ্রাম ঘ) মুজিবনগর

২০. ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন?
ক) নূরুল আমীন খ) আতাউর রহমান খান
গ) এ. কে ফজলুল হক ঘ) আবু হোসেন সরকার

২১. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবীর প্রথম দাবি কি ছিল?
ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ) পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
গ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্তের উচ্ছেদ সাধন

২২. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কবে প্রথম প্রবর্তিত হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫২
গ) ১৯৫৪ ঘ) ১৯৫৬

২৩. পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৬২ গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৫২

২৪. কাগমারি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক) রোজ গার্ডেনে খ) মুন্সিগঞ্জে
গ) সন্তোষে ঘ) সুনামগঞ্জে

২৫. কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬ গ) ১৯৫৭ ঘ) ১৯৬১

২৬. ঐতিহাসিক 'কাগমারি সম্মেলনে' নেতৃত্বদানকারী নেতার নাম কী?
ক) স্যার সলিমুল্লাহ খ) শহীদ তিতুমীর
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) সোহরাওয়ার্দী

২৭. প্রাক্তন পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন কে?
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
গ) শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ) শের-এ বাংলা এ. কে ফজলুল হক

২৮. কোন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে?
ক) ১৮৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৮ ঘ) ১৯২

২৯. পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে মার্শাল 'ল' জারি করে ক্ষমতায় বসেন-
ক) আইয়ুব খান খ) ইয়াহিয়া খান
গ) টিক্কা খা ঘ) নূর খান

৩০. পাক-ভারত প্রথম যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়?
ক) ১৯৬৫ সালে খ) ১৯৬৯ সালে
গ) ১৯৬৩ সালে ঘ) ১৯৭০ সালে

৩১. বাংলাদেশের ইতিহাসে নিচের কোন ঘটনাটি প্রথম ঘটেছিল-
ক) আওয়ামী লীগের ছয় দফা ঘোষণা
খ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
গ) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ
ঘ) উনিশ দফা আন্দোলন

৩২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কবে?
ক) ১ জানুয়ারি খ) ২ জানুয়ারি
গ) ৮ জানুয়ারি ঘ) ৪ জানুয়ারি

৩৩. 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ খ) ২০ এপ্রিল ১৯৬২
গ) ২২ মার্চ ১৯৫৮ ঘ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬

৩৪. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' কে ঘোষণা করেন?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এ. কে. ফজলুল হক
গ) মওলানা ভাসানী

৩৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়?
ক) ৩৫ জন খ) ৪৪ জন
গ) ৫৪ জন ঘ) ২৪ জন

৩৬. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে ছয় দফা ঘোষণা করেন?
ক) ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
গ) ২১ মার্চ ১৯৬৬ ঘ) ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

৩৭. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান দিবস কোনটি?
ক) ২৪ জানুয়ারি খ) ১৫ ফেব্রুয়ারি
গ) ২১ মার্চ ঘ) ২৫ মার্চ

৩৮. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় কবে?
ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ) ২৫ জানুয়ারি ১৯৭০
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০

৩৯. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের কয় দফা দাবী ছিল?
ক) ১৭ দফা খ) ১১ দফা
গ) ২১ দফা ঘ) ১৯ দফা

৪০. বাংলাদেশ নামকরণ করা হয় কবে?
ক) ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ) ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯
গ) ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ঘ) ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮

৪১. আসাদ কবে শহীদ হন?
ক) ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী
খ) ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ১৯৬৯ ২৩ ফেব্রুয়ারি

৪২. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?
ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ) ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
গ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ) ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান

৪৩. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে-
ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য
খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স
ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

৪৪. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৫ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ২৭ মার্চ, ১৯৭১

৪৫. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কী?
ক) গণভবন
খ) ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কার ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন
গ) আহসান মঞ্জিল
ঘ) বঙ্গভবন

৪৬. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
ক) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খ) রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম
গ) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ঘ) কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র

৪৭. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল-
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৪৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল?
ক) ঢাকায় খ) মেহেরপুরে
গ) চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ঘ) আগরতলায়

৪৯. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল-
ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১১ এপ্রিলি, ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

৫০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করা হয়-
ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে
গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	ক	১০	খ
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	গ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	ক
৪১	ক	৪২	ঘ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	ক

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কখন?
ক) জানুয়ারি, ১৯৬৮ খ) মার্চ, ১৯৬৮
গ) এপ্রিল, ১৯৬৮ ঘ) মে, ১৯৬৮

২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়–
ক) আগরতলা খ) ঢাকা
গ) লাহোর ঘ) কোনটিই নয়

৩. 'এগার দফা' কখন ঘোষণা হয়?
ক) ১৯৬৭ খ) ১৯৬৮
গ) ১৯৬৯ ঘ) ১৯৭০

৪. এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কে?
ক) মুসলিম লীগ
খ) আওয়ামী লীগ
গ) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
ঘ) কংগ্রেস

৫. আসাদ কবে শহীদ হন?
ক) ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি
খ) ১৯৬৯ সালের ২১ জানুয়ারি
গ) ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি

৬. **'শহীদ আসাদ দিবস' পালিত হয় কবে?**
ক) ১৫ জানুয়ারি খ) ২০ জানুয়ারি
গ) ২৫ জানুয়ারি ঘ) ৩০ জানুয়ারি

৭. **আসাদ শহীদ হন–**
ক) ৯০ এর গণ আন্দোলন
খ) ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে
গ) ৬২ এর এর শিক্ষা আন্দোলনে
ঘ) ৬৯ এর গণ আন্দোলনে

৮. **আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?**
ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ) ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
গ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ) ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান

৯. **'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' আসামীদের মধ্যে প্রথম কাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়?**
ক) আমজাদ খাঁ খ) সার্জেন্ট জহুরুল হক
গ) মকবুল ভূঁইয়া ঘ) কৃষ্ণ দুগার

১০. **বাংলাদেশের প্রথম বুদ্ধিজীবী কে?**
ক) ড. শামসুজ্জোহা খ) জহির রায়হান
গ) গোবিন্দচন্দ্র দেব ঘ) শহীদুল্লাহ কায়সার

১১. **শহিদ শামসুজ্জোহা ছিলেন একজন–**
ক) সঙ্গীত শিল্পী খ) অভিনেতা
গ) চিত্রকর ঘ) শিক্ষক

১২. **উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক?**
ক) রাজশাহী খ) ঢাকা
গ) চট্টগ্রাম ঘ) জাহাঙ্গীরনগর

১৩. **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন–**
ক) ১৯ শ মার্চ, ১৯৬৯ খ) ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
গ) ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ঘ) ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

১৪. **জোহা দিবস কোনটি?**
ক) ১৪ নভেম্বর খ) ১৮ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৪ ডিসেম্বর ঘ) ১৮ মার্চ

১৫. **পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান কত সালে হয়?**
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৫২ সালে
গ) ১৯৬৯ সালে ঘ) ১৯৭১ সালে

১৬. **'গণঅভ্যুত্থান দিবস' কবে পালিত হয়?**
ক) ২৪ জানুয়ারি খ) ৭ নভেম্বর
গ) ৭ মার্চ ঘ) ৯ ডিসেম্বর

১৭. **আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়–**
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ) ২০ মার্চ, ১৯৬৮
গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ ঘ) ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৮. **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন প্রত্যাহার করা হয়েছিল?**
ক) প্রচণ্ড গণআন্দোলনের জন্য
খ) দয়াপরবশ হয়ে
গ) অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়
ঘ) বিচারকের মৃত্যুর ফলে

১৯. **পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?**
ক) ১৯৫৪ সালে খ) ১৯৬২ সালে
গ) ১৯৬৬ সালে ঘ) ১৯৭০ সালে

২০. **১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?**
ক) মুসলিম লীগ খ) আওয়ামী লীগ
গ) পিপলস পার্টি ঘ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

২১. **১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন–**
ক) বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
খ) বিচারপতি এম এন হুদা
গ) বিচারপতি এ বি সিদ্দীক
ঘ) বিচারপতি আবদুস সাত্তার

২২. **পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল–**
ক) ১৬৮ খ) ১৬৯
গ) ১৭০ ঘ) ১৬৭

২৩. **১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল?**
ক) ৩৩০টি আসন খ) ১৬৭টি আসন
গ) ১৭২টি আসন ঘ) ৩০০টি আসন

২৪. **স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়–**
ক) ২ মার্চ, ১৯৭১ খ) ৭ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

২৫. **বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়–**
ক) কলকাতায়
খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে এক ছাত্রসভায়
গ) কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে
ঘ) চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়

২৬. **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দিবস কবে?**
ক) ২ মার্চ খ) ৩ মার্চ
গ) ১৬ মার্চ ঘ) ২৬ মার্চ

২৭. **কে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন?**
ক) জনাব শাহজাহান সিরাজ
খ) তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আ.স.ম রব
গ) ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী
ঘ) তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন

২৮. **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার কবে কোথায় পাঠ করা হয়?**
ক) ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর
খ) ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ কুষ্টিয়া
গ) ২ই মার্চ, ১৯৭১ ধানমন্ডি
ঘ) ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দান

২৯. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কবে 'জাতির জনক' ঘোষণা করা হয়?**
ক) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ৩ মার্চ, ১৯৭১

৩০. **১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন–**
ক) পল্টন ময়দানে খ) মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে
গ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘ) লালদিঘী ময়দানে

৩১. **১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?**
ক) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে খ) ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে
গ) পার্লামেন্ট ভবনে ঘ) ঢাকার রমনা পার্কে

৩২. **৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন?**
ক) ৬ দফা খ) ৪ দফা
গ) ১১ দফা ঘ) ৭ দফা

৩৩. ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ভাষণের মূল বক্তব্য কী?
ক) সামরিক আইন জারি করা
খ) স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা
গ) অনশন ধর্মঘট আহবান
ঘ) পুনরায় নির্বাচন দাবি

৩৪. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'–উক্তিটি কার?
ক) লিয়াকত আলী খান খ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) শেখ মুজিবুর রহমান ঘ) জিয়াউর রহমান

৩৫. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক উক্তির শূন্যস্থানটি পূরণ করুন : 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো তবুও এ দেশের মানুষকে...'
ক) স্বাধীনতা দেব খ) মুক্ত করবো
গ) মুক্ত করবো ইনশাল্লাহ ঘ) মুক্তির সংগ্রাম শিখাব

৩৬. তাজউদ্দিন আহমেদ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) কুমিল্লা খ) মানিকগঞ্জ
গ) মুন্সীগঞ্জ ঘ) গাজীপুর

৩৭. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' কোন সময়ের স্লোগান?
ক) ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের
খ) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ের
গ) ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময়ের
ঘ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ের

৩৮. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে বেসামরিক প্রশাসন চালুর জন্য কতটি বিধি জারি করেন?
ক) ১১টি খ) ২১টি
গ) ২৮টি ঘ) ৩৫টি

৩৯. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম–
ক) ভয়েস অব লিবার্টি খ) দ্য স্পিচ
গ) ওরা ১১ জন ঘ) স্টপ জেনোসাইড

৪০. '৭ মার্চ ভবন'... বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) খুলনা ঘ) রাজশাহী

৪১. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কী?
ক) গণভবন
খ) ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কাল ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন
গ) আহসান মঞ্জিল
ঘ) বঙ্গভবন

৪২. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল–
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৪৩. সম্প্রতি কোন দিবসকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে সরকার অনুমোদন করেছে?
ক) ১৬ই ডিসেম্বর খ) ২৫শে মার্চ
গ) ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৬শে মার্চ

৪৪. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে–
ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

৪৫. কত তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

৪৬. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারি করেন–
ক) বেতার/রেডিওর মাধ্যমে খ) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
গ) টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে

৪৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে?
ক) ১৬ই ডিসেম্বর খ) ৭ই মার্চ
গ) ২৬শে মার্চ ঘ) ১৭ই এপ্রিল

৪৮. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়?
ক) ৭ মার্চ খ) ২৬ মার্চ
গ) ১১ সেপ্টেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

৪৯. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন কোন সংস্থার ওয়্যারলেসের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?
ক) পূর্ব পাকিস্তান নৌবাহিনী খ) পূর্ব পাকিস্তান বিমান বাহিনী
গ) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনী

৫০. বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতা ঘোষণা' ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে কে প্রথম প্রচার করেন?
ক) আবুল কাশেম সন্দ্বীপ খ) মেজর রফিকুল
গ) এম এ হান্নান ঘ) মেজর জিয়াউর রহমান

৫১. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন?
ক) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খ) রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম
গ) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ঘ) কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র

৫২. স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহীদ কে?
ক) মতিউর রহমান খ) নুর মোহাম্মদ
গ) মোস্তফা কামাল ঘ) শঙ্কু সমাজদার

৫৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল' রেজিস্টারে স্বীকৃতি দেয় কোন সংগঠন?
ক) ইউনেস্কো খ) ইউএনডিপি
গ) আইএমএফ ঘ) ইউনিসেফ

৫৪. বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর কোন মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে স্বীকৃতি দেন?
ক) লুথার ইভানস খ) জন ডব্লিউ টেইলর
গ) ইরিনা বোকোভা ঘ) ভিট্টোরিনো ভেরেনেসে

৫৫. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কোন তারিখে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
ক) ৩০ আগস্ট, ২০১৭ খ) ৩০ অক্টোবর, ২০১৭
গ) ৩১ আগস্ট, ২০১৭ ঘ) ৩১ অক্টোবর, ২০১৭

৫৬. অপারেশন সার্চলাইট যে সালে সংঘটিত হয়–
ক) ১৯৬৯ খ) ১৯৭১
গ) ১৯৭৫ ঘ) ১৯৭০

৫৭. সরকার ঘোষিত 'ঐতিহাসিক দিবস' কোনটি?
ক) ১০ জানুয়ারি খ) ৭ মার্চ
গ) ১৭ মার্চ ঘ) ২৬ মার্চ

৫৮. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে RTC এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Road and Transport Corporation
খ) Round Table Conference
গ) Royal Technical Committee
ঘ) Rawalpindi

৫৯. বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগাণ কোনটি?
ক) জয় বাংলা খ) বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
গ) বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ঘ) জয় বঙ্গবন্ধু

৬০. জাতিসংঘের সব দাপ্তরিক ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বিষয়ক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়–
ক) ০৪ মার্চ, ২০২১ খ) ০৫ মার্চ, ২০২১
গ) ০৬ মার্চ, ২০২১ ঘ) ০৭ মার্চ, ২০২১

৬১. 'জয় বাংলা' স্লোগান বাধ্যতামূলক–
ক) সকল জাতীয় দিবস উৎযাপন ও সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শেষে
খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাত্যহিক সমাবেশ সমাপ্তির পর
গ) সভা সেমিনারে বক্তব্যের শেষে
ঘ) উপরের সবগুলি

৬১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা কবে গঠিত হয়?
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১০৭১
গ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৬৩. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করা হয়েছিল–
ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৬৪. 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' কবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে?
ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১১ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

৬৫. বাঙালিদের কাছে ১০ এপ্রিল তাৎপর্যপূর্ণ কেন?
ক) স্বাধীনতা দিবস খ) বিজয় দিবস
গ) ভাষা দিবস ঘ) মুজিবনগর সরকার গঠন

৬৬. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারে ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন?
ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) তাজউদ্দীন আহমেদ ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

৬৭. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় কোথায় ছিল?
ক) ৮নং থিয়েটার রোড কলকাতা খ) মুজিবনগর
গ) করিমগঞ্জ ঘ) বেনাপোল

৬৮. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে–
ক) ৩০ মার্চ ১৯৭১ খ) ৭ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১

৬৯. 'মুজিবনগর দিবস' কবে পালন করা হয়?
ক) ১০ এপ্রিল খ) ১৭ এপ্রিল
গ) ১৭ মার্চ ঘ) ২৭ মার্চ

৭০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে গৃহীত হয়?
ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ৭ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

৭১. বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' কত তারিখে গঠিত হয়?
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

৭২. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সনে মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?
ক) তাজউদ্দীন আহমেদ খ) মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
গ) আবদুল মান্নান ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৭৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়–
ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে
গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

৭৪. প্রবাসী সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন?
ক) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ) তাজউদ্দীন আহমেদ

৭৫. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়?
ক) মুজিবনগর খ) কলকাতা
গ) চট্টগ্রাম ঘ) আগরতলা

৭৬. বাংলাদেশের প্রথম সরকার কোথায় গঠিত হয়?
ক) ঢাকা খ) মুজিবনগর
গ) গোপালগঞ্জ ঘ) যশোর

৭৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল–
ক) ঢাকায় খ) কলকাতায়
গ) মেহেরপুরে ঘ) চট্টগ্রামে

৭৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর নাম কী?
ক) ঢাকা খ) মেহেরপুর
গ) চট্টগ্রাম ঘ) মুজিবনগর

৭৯. মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত?
ক) সাতক্ষীরায় খ) মেহেরপুরে
গ) চুয়াডাঙ্গায় ঘ) নবাবগঞ্জে

৮০. মুজিবনগর এর পূর্বনাম কী ছিল?
ক) মেহেরপুর খ) চন্দ্রনাথ
গ) স্বরূপকাঠি ঘ) বৈদ্যনাথতলা

৮১. বাংলাদেশে কখন প্রথম প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠিত হয়?
ক) ১৯৭১ খ) ১৯৭২
গ) ১৯৭৫ ঘ) ১৯৮০

৮২. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন–
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) তাজউদ্দীন আহমেদ

৮৩. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান
গ) জেনারেল এম এ জি ওসমানী
ঘ) জনাব তাজউদ্দিন আহমদ

৮৪. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী–
ক) তাজউদ্দিন আহমদ খ) মোহাম্মদ মনসুর আলী
গ) আতাউর রহমান খান ঘ) তাজউদ্দীন আহমেদ

৮৫. মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন–
ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) এইচ, এম, কামরুজ্জামান
গ) জেনারেল এম এ জি ওসমানী
ঘ) তাজউদ্দীন আহমেদ

৮৬. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন কে?
ক) ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী
খ) তাজউদ্দীন আহমেদ
গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ

৮৭. বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী কে?
ক) আ. হ. ম. কাইয়ুম উজ্জামান
খ) তাজউদ্দিন আহমেদ
গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৮৮. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়?
ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
গ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৬ এপ্রিল, ১৯৭০

৮৯. মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) তাজউদ্দীন আহমেদ
খ) এম মনসুর আলী
গ) এ এইচ এম কামারুজ্জামান
ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ

৯০. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভায় সদস্য কতজন ছিলেন?
ক) ১০ জন খ) ৮ জন
গ) ৬ জন ঘ) ৪ জন

৯১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন?
ক) পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী
খ) আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী
গ) বিশেষ কুটনৈতিক প্রতিনিধি
ঘ) নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান

৯২. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
ক) তাজউদ্দীন আহমেদ খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) কমরেড মনি সিংহ ঘ) আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৯৩. ১৯৭১ সালে প্রথম কোন কুটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন?
ক) কে. এম শাহাবুদ্দিন খ) এস কে নবী
গ) মো. মহিউদ্দিন খান ঘ) এম হোসেন আলী

৯৪. বিদেশে কোন মিশনে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?
ক) লন্ডন খ) কলকাতা
গ) টোকিও ঘ) ওয়াশিংটন

৯৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকর করা হয়–
ক) ১৯৭১ সালের, ২৫ মার্চ থেকে
খ) ১৯৭১ সালের, ২৬ মার্চ থেকে
গ) ১৯৭১ সালের, ১৬ ডিসেম্বর থেকে
ঘ) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল

৯৬. মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতার ৮নং, থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' কখন গঠন করা হয়?
ক) এপ্রিল ১০, ১৯৭১ খ) এপ্রিল ১১, ১৯৭১
গ) এপ্রিল ১২, ১৯৭১ ঘ) এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

৯৭. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নাম কী?
ক) তৌফিক ইলাহী খ) এইচ টি ইমাম
গ) ফজলুর রহমান ঘ) ড. মির্জা আব্দুল জলিল

৯৮. মুজিবনগর সরকারের প্রধান কে ছিলেন?
ক) শেখ মুজিবুর রহমান
খ) তাজউদ্দিন আহমদ
গ) এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান
ঘ) মনসুর আলী

৯৯. মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য কে পাঠ করান?
ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী খ) এম. এ. জি ওসমানী
গ) এইচ টি ইমাম ঘ) আতাউর রহমান খান

১০০. মুজিবনগর সরকারের কয়টি মন্ত্রণালয় ছিল?
ক) ১০ খ) ১২
গ) ১৫ ঘ) ১৮

১০১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কতজন আওয়ামী লীগ নেতার নাম ছিল?
ক) ১ জন খ) ২ জন
গ) ৩ জন ঘ) অন্য নাম নেই

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	ক
৪১	খ	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	গ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	গ
৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	খ	৫৮	খ	৫৯	ক	৬০	ঘ
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ক	৬৫	ঘ	৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	গ	৬৯	খ	৭০	ঘ
৭১	ঘ	৭২	গ	৭৩	ক	৭৪	খ	৭৫	ক	৭৬	খ	৭৭	গ	৭৮	ঘ	৭৯	খ	৮০	ঘ
৮১	ক	৮২	খ	৮৩	ক	৮৪	ক	৮৫	ঘ	৮৬	ক	৮৭	গ	৮৮	ক	৮৯	গ	৯০	গ
৯১	গ	৯২	ঘ	৯৩	ঘ	৯৪	খ	৯৫	খ	৯৬	খ	৯৭	খ	৯৮	ক	৯৯	ক	১০০	খ
১০১	খ																		

Self Study

১. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ
গ) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
ঘ) সিপাহী হামিদুর রহমান

২. কে বীরশ্রেষ্ঠ নন?
ক) হামিদুর রহমান খ) মোস্তফা কামাল
গ) মুন্সী আব্দুর রহিম ঘ) নূর মোহাম্মদ শেখ

৩. বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭৩ খ) ১৭ মার্চ ১৯৭৩
গ) ২৭ মার্চ ১৯৭৩ ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭৪

৪. লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কবে যোগদান করেন?
ক) ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
খ) ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
গ) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
ঘ) ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

৫. বঙ্গবন্ধুকে কখন 'জুলিও কুরী' শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়?
ক) ২০ মে ১৯৭২ খ) ২১ মে ১৯৭২
গ) ২২ মে ১৯৭২ ঘ) ২৩ মে ১৯৭৩

৬. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না–
ক) শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ) বিচার ব্যবস্থা

৭. মুক্তিযুদ্ধকালে কোলকাতার ৮নং, থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' কখন গঠন করা হয়?
ক) এপ্রিল ১০, ১৯৭১ খ) এপ্রিল ১১, ১৯৭১
গ) এপ্রিল ১২, ১৯৭১ ঘ) এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

৮. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) মোহাম্মদ উল্লাহ
গ) তাজউদ্দিন আহমদ
(ঘ) ক্যাপ্টেন এন মনসুর আলী

৯. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়–
ক) রোজ গার্ডেনে খ) সিরাজগঞ্জে
গ) সন্তোষে ঘ) সুনামগঞ্জে

১০. কে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন?
ক) জনাব শাহজাহান সিরাজ
খ) ছাত্রনেতা নুরে আলম সিদ্দিকী
গ) তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব
ঘ) তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস খান

১১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
ক) জয়নুল আবেদিন খ) কামরুল হাসান
গ) হাশেম খান ঘ) রফিকুন নবী

১২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কোথায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
ক) মানিক মিয়া এভিনিউতে খ) রেসকোর্স ময়দানে
গ) পল্টন ময়দানে ঘ) লালদীঘি ময়দানে

১৩. ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন?
ক) ৬ দফা খ) ৪ দফা গ) ১১ দফা ঘ) ৭ দফা

১৪. মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ভাষণের মূল বক্তব্য কি?
ক) সামরিক আইন জারি করা
খ) স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা
গ) অনশন ধর্মঘট আহবান
ঘ) পুনরায় নির্বাচন দাবি

১৫. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের কত তারিখে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
ক) ১মার্চ খ) ৩ মার্চ গ) ৫মার্চ ঘ) ৭ মার্চ

১৬. আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোন সালের কত তারিখে জারি হয়?
ক) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল
খ) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর
গ) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
ঘ) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল

১৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে গৃহীত হয়?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৮. কত তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৬মার্চ ১৯৭১
গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে?
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

২০. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা কবে গঠিত হয়?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

২১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অস্থায়ী সরকারের) কে পাঠ করেন?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ) তাউদ্দিন আহমদ
ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২২. স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়-
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

২৩. আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়-
ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে
গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

২৪. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে?
ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য
খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স
ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

২৫. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৫ মার্চ ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৭ মার্চ ১৯৭১

২৬. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল-
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

২৭. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কি?
ক) গণভবন
খ) ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কার ৩২ নম্বর সরড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন
গ) আহসান মঞ্জিল
ঘ) বঙ্গভবন

২৮. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা কবে গঠিত হবে?
ক) ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ) ১ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

২৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় কোন তারিখে?
ক) ৭ এপ্রিল খ) ১০ এপ্রিল
গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ১৮ এপ্রিল

৩০. বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্র' এর ঘোষণা হয়েছিল-
ক) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১৬ ডিসেম্বর' ৭২
গ) ৭ মার্চ ৭২ ঘ) কোনোটিই নয়

৩১. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) খন্দকার মোশতাক আহম্মদ
খ) তাজউদ্দীন আহমদ
গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৩২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ নেয় কত সালে?
ক) ১৭এপ্রিল ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১১ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

৩৩. বর্তমান মুজিবনগরের পূর্ব নাম কি?
ক) চন্দবাড়ি খ) ভবেরপাড়া
গ) টুংগীপাড়া ঘ) শিমুলিয়া

৩৪. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় কোথায় ছিল?
ক) ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা
খ) মুজিবনগর
গ) করিমগঞ্জ
ঘ) বেনাপোল

৩৫. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) খোন্দকার মোশতাক আহমদ
গ) তাজউদ্দীন আহমদ
ঘ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

৩৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়-
ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে
গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	গ
১১	খ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	ক								

Class Exam

১. **মুজিব নগর কোথায় অবস্থিত?**
ক) সাতক্ষীরায় খ) মেহেরপুরে
গ) চুয়াডাঙ্গায় ঘ) নবাবগঞ্জে

২. **১৯৭১ সালের কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?**
ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
ঘ) ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

৩. **'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' আনুষ্ঠানিকভাবে কখন আত্মপ্রকাশ করে?**
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১
খ) ১১ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ২৭ এপ্রিল ১৯৭২
ঘ) ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

৪. **প্রবাসী সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন?**
ক) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ) তাজউদ্দিন আহমদ

৫. **বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?**
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ) খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ
গ) জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ
ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

৬. **বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?**
ক) তাজউদ্দীন আহমেদ
খ) মুশতাক আহমেদ
গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ) মনসুর আলী

৭. **অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে?**
ক) তাজউদ্দিন আহমেদ
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
ঘ) কামারুজ্জামান

৮. **বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী-**
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) মুহম্মদ মনসর আলী
গ) শাহ আজিজুর রহমান ঘ) তাজউদ্দিন আহমদ

৯. **মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন-**
ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
খ) কামরুজ্জমান
গ) তাজউদ্দিন আহমেদ
ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

১০. **বাংলাদেশের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?**
ক) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) জনাব এইচ, এম, কামরুজ্জামান
গ) জেনারেল এম এ জি ওসমানী
ঘ) জনাব তাজউদ্দিন আহমদ
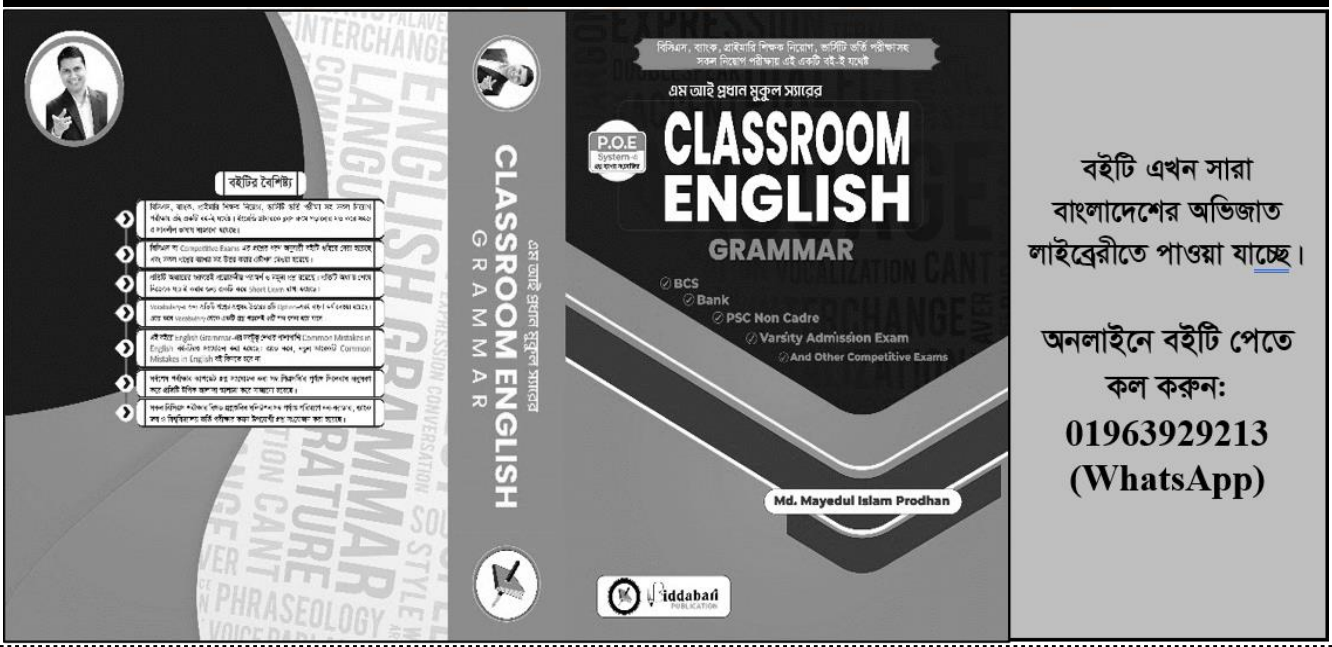
এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি iddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।